দশম দার্‌স

নবী-ﷺ-মদীনায়

الدرس العاشر

النبي-ﷺ-في المدينة

উট যেখানে বসে গিয়েছিলো, সে জায়গাটি প্রকৃত মালিক থেকে ক্রয় ক'রে সেখানে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর মসজিদ নির্মাণ করেন। মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। প্রত্যেক আনসারীর জন্য একজন মুহাজির ভাই দেয়া হয়। সে তাঁর ধন-সম্পদের অংশীদার হত। মুহাজির ও আনসারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয় এবং মদীনায় ইসলাম সম্প্রসারিত হতে লাগে। কিছু ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, তাদের মধ্যে একজন হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম-رضي الله عنه-। তিনি ছিলেন তাদের পন্ডিত এবং তাদের বড় বড় সর্দারদের একজন। মক্কা থেকে মুসলিমদের হিজরত করার পরও মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে বাধা দানের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। যেহেতু মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক ছিল। ফলে তারা তাদের (ইয়াহুদীদের) দ্বারা মুসলিদের মাঝে বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাতো। কুরাইশরা মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও প্রদর্শন করতো। এ ভাবে বিপদ ও আশঙ্কা মুসলিমদেরকে ভিতর ও বাহির থেকে ঘিরে ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে ছিলো যে, সাহাবায়ে কেরাম রাতে ঘুমাবার সময় অস্ত্র রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমন বিপজ্জনক ও বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন। তাই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-শত্রুদের তৎপরতা জানার লক্ষ্যে সামরিক মিশন চালানো আরম্ভ করেন। অনুরূপ শত্রুদের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু নিতে ও তাতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে লাগলেন, যাতে তারা মুসলিমদের শক্তির কথা উপলব্ধি করে শান্তি ও সন্ধি প্রক্রিয়ায় এসে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতায় ও তা বাস্তবায়নে কোন বাধা সৃষ্টি না করে। এমন কি কতিপয় গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

বদরের যুদ্ধঃ মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে এবং তাঁদের উপর এমন নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায় যে, তাঁরা তাঁদের শহর মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হোন। তাঁরা নিজেদের মাতৃভূমি এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করেন। তাঁদের ছেড়ে আসা ধন-সম্পদ মুশরিকদের হাতে চলে যায়। একবার তিনি কুরাইশের এক বাণিজ্যিক কাফেলার পথ রোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে তিন শত তের জন সাথী সহ বের হোন। তাঁদের সাথে২টি ঘোড়া ৭০টি উট ছাড়া কিছুই ছিলো না। আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় উট ছিলো ১০০০ এবং৪০ জন লোক। আবূ সুফিয়ান মুসলিমদের বের হওয়ার ব্যাপারটা জেনে যায়। তাই জরুরী ভিত্তিতে এক লোক পাঠিয়ে মক্কায় খবর দেয় এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রাস্তা পরিবর্তন ক'রে অন্য পথ ধরে। ফলে মুসলিমরা তাদেরকে ধরার সফলতা থেকে বঞ্চিত হোন। অন্য দিকে কুরাইশরা এ খবর পেয়ে ১০০০ যোদ্ধা নিয়ে বের হয়ে পড়ে। আবূ সুফিয়ানের দূত এসে তাদেরকে কাফেলার নিরাপদে ফিরে আসার খবর জানিয়ে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আবূ জেহেল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং যোদ্ধারা বদর নামক স্থান পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে। কুরাইশদের বের হবার কথা জেনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলে সবাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত প্রকাশ করেন। হিজরী ২য়সনে রমযান মাসের কোন এক প্রভাতে উভয়দল মুখোমুখি হয় এবং তুমুল যুদ্ধ চলে। মুসলিমরা বিপুল ভাবে জয়লাভ করেন। তাদের মধ্যে ১৪জন শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। ৭০ জন কাফের নিহত এবং ৭০জন গ্রেফতার হয়। যুদ্ধকালীন নবীর কন্যা ও উসামান ইবনে আফ্‌ফান-رضي الله عنه-র স্ত্রী রুকাইয়া মৃত্যু বরণ করেন। উসমান-رضي الله عنه-রাসূলের নির্দেশে তাঁর রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পরিচর্যা ও দেখা-শুনার জন্য মদীনায় থেকে যাওয়ার ফলে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর আর এক মেয়ে উম্মে কুলসুমের সাথে উসমানের বিয়ে দেন। তাই তাঁর উপাধি ছিল "যুননূরাইন"। কারণ তিনি রাসূলের দু'কন্যা বিয়ে করেন।

যুদ্ধ শেষে মুসলিমরা আল্লার সাহায্যে উল্লসিত ও আনন্দিত হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সাথে ছিল যুদ্ধ বন্দী ও মালে গনিমত। যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে কিছু লোককে মুক্তিপণের বিনিময়ে, আবার অনেককে এমনিতে মুক্তি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে কিছু লোকের মুক্তি পণ ছিলো মুসলিমদের ১০জন ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়ে দেয়া।